

83172 - গোসলের পরপূর্ণ পদ্ধতি ও জায়যে পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি নমিনবর্ণতি পদ্ধতিতে হায়যে থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করি: ১. মনে মনে পবিত্র হওয়ার নয়িত করি; মুখে উচ্চারণ করি না। ২. শুরুতে আমি “শাওয়ার” এর নীচে দাঁড়াই এবং গোটো দহেরে উপর পানি প্রবাহতি করি। ৩. লুফা ও সাবান দিয়ে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করি; এর মধ্যে লজ্জাস্থানও রয়েছে। ৪. শ্যাম্পু দিয়ে আমার সবগুলো চুল ধৌত করি। ৫. এরপর শরীর থেকে সাবান ও শ্যাম্পু দূর করি, তারপর ডান পার্শ্বে তনিবার পানি ঢালি। এরপর বামপার্শ্বে তনিবার পানি ঢালি। ৬. এরপর ওয়ু করি। সম্প্রতি আমি জেনেছি যে, আমি গোসল করার সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করছি না। আমি আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করছি, আমি যে এত বছর যাবৎ উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে গোসল করে আসছি এটা কি ভুল; নাকি ঠিকি? যদি ভুল হয়, সঠিকি না হয় তাহলে বগিত এত বছরের এই ভুলের সংশোধনের জন্য আমি কি করতে পারি। আমার এত বছরের নামায, রোযা কি বাতিলি ও অগ্রহণযোগ্য? যদি তমেনই হয় তাহলে এর সংশোধনে আমি কি করতে পারি? অনুরূপভাবে আমি আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করছি যে, আপনারা আমাকে হায়যে থেকে ও জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে গোসল করার সঠিক পদ্ধতি অবহতি করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে আপনার গোসল সঠিকি ও গ্রহণযোগ্য; আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কিছু সুন্নত ছুটে গেছে; কিন্তু গোসলের শুদ্ধতার উপর এর কোন প্রভাব নাই।

গোসল দুই ধরনে হতে পারে: ন্যূনতম বা জায়যে পদ্ধতি, পরপূর্ণ পদ্ধতি।

জায়যে পদ্ধতিতে মানুষ শুধু ফরযগুলো আদায় করে ক্য়ান্ত হয়; সুন্নত ও মুস্তাহাব আদায় করে না। সে পদ্ধতিটি হচ্ছে: পবিত্রতার নয়িত করবে। এরপর গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার সাথে গোটো দহে পানি ঢালবে; সটো যভোবে হোক না কেন; শাওয়ারের নীচে, সমুদ্রে নমে, বাথটাবে নমে ইত্যাদি।

আর গোসলের পরপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভোবে গোসল করছেন সেভাবে গোসলের

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সকল সুন্নত আদায় করে গোসল করা। শাইখ উছাইমীনকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে জবাবে তিনি বলেন: গোসল করার পদ্ধতি দুইটি:

প্রথম পদ্ধতি: ফরয পদ্ধতি। সটো হচ্ছে- গটো দহে পানি ঢালা। এর মধ্যে গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়েও রয়েছে। সুতরাং কটে যদি যেকোনভাবে তার গটো দহে পানি পটৌছাত পারে তাহলে সে বড় অপবিত্রতা মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যাবে। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলছেন: “যদি তোমরা জুনুবিহও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: পরপূরণ পদ্ধতি; সটো হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে গোসল করতেন সেভাবে গোসল করা। যে ব্যক্তি জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে গোসল করতে চায় তিনি তার হাতের কব্জদ্বয় ধৌত করবেন। এরপর লজ্জাস্থান ও লজ্জাস্থানে যা লগে আছে সেসব ধৌত করবেন। এরপর পরপূরণ ওয়ু করবেন। এরপর মাথার উপর তনিবার পানি ঢালবেন। এরপর শরীরের অবশিষ্টাংশ ধৌত করবেন। এটাই হচ্ছে পরপূরণ গোসলের পদ্ধতি [ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম থেকে সমাপ্ত, পৃষ্ঠা-২৪৮]

দুই:

জানাবাত (অপবিত্রতা) এর গোসল ও হাযযের গোসলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে, অপবিত্রতার গোসলের চয়ে হাযযের গোসলে মাথার চুল অধিক প্রকৃষ্টভাবে মর্দন করা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে নারীর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করাও মুস্তাহাব যাতে করে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। ইমাম মুসলিমি (৩৩২) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “আসমা (রাঃ) একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে হাযযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তোমাদের কটে পানি ও বরই পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হব। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালভাবে রগড়ে নবি যাতে করে সমস্ত চুলের গটোয় পানি পটৌছে যায়। তারপর গায়ে পানি ঢালবে। এরপর একটি সুগন্ধিযুক্ত কাপড় নিয়ে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বলল: তা দিয়ে কভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়শো (রাঃ) তাঁকে যেন চুপচুপি বলেন দলিলে, রক্ত বের হবার জায়গায় তা ঝুলিয়ে দিবে। অতঃপর তিনি জানাবাত (অপবিত্রতা) এর গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন: পানি দ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্র হব। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভাল করে রগড়ে নবি যাতে চুলের গটোয় পানি পটৌছে যায়। তারপর গায়ে পানি বইয়ে দিবে। আয়শো (রাঃ) বলেন: আনসারদের মহিলারা কতই না ভাল! দ্বীন জিঞানে প্রজ্ঞা অর্জনে লজ্জাবোধ তাদের জন্য বাধা হয় না।”

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এতে দেখা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযযেরে গোসল ও জানাবাতেরে গোসলেরে মধ্যে চুল রগড়ানো ও সুগন্ধি ব্যবহারেরে ক্ষত্রে পার্থক্য করছেন।

তনি:

জমহুর আলমেরে মতে, ওযু ও গোসলেরে সময় বস্মিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। আর হাম্বলি মাযহাবেরে আলমেগণ বস্মিল্লাহ পড়াকে ওয়াজবি বলছেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: হাম্বলি মাযহাব মতে, ওযুতে বস্মিল্লাহ পড়া ওয়াজবি। তবে এই মর্মে সরাসরি কোন দলিল নাই। কিন্তু তাঁরা বলেন: ওযুতে যহেতে ওয়াজবি; সুতরাং গোসলে ওয়াজবি হওয়া আরও বেশি যুক্তযুক্ত। কেননা গোসল বড় পবিত্রতা।

তবে সঠিক অভিমত হচ্ছে, বস্মিল্লাহ পড়া ওয়াজবি নয়। ওযুর মধ্যেও নয়, গোসলেরে মধ্যেও নয়। [আল-শারহুল মুমতী থেকে সমাপ্ত]

চার:

গোসলেরে মধ্যে গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়া অবশ্যই থাকতে হবে; যমেনটি এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবেরে অভিমত। ইমাম নববী এ সংক্রান্ত মতভেদে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়া সম্পর্কে আলমেগণেরে চারটি অভিমত রয়েছে:

১। ওযু ও গোসল উভয় ক্ষত্রে এ দুইটি সুন্নত। এটি শাফয়ে মাযহাবেরে অভিমত।

২। ওযু ও গোসল উভয় ক্ষত্রে এ দুইটি ওয়াজবি। ওযু-গোসল শুদ্ধ হওয়ার এজন্য এ দুইটি পালন করা শর্ত। এটি ইমাম আহমাদেরে মত হিসেবে মশহুর।

৩। গোসলেরে ক্ষত্রে এ দুইটি পালন করা ওয়াজবি; ওযুর ক্ষত্রে নয়। এটি ইমাম আবু হানফি ও তাঁর সাথীবর্গেরে অভিমত।

৪। ওযু ও গোসলেরে ক্ষত্রে নাকে পানি দিয়া ওয়াজবি; গড়গড়া কুলি করা নয়। এটি ইমাম আহমাদেরে অভিমত হিসেবে বর্ণিত। ইবনে মুনযরি বলেন: আমিও এ অভিমতেরে প্রবক্তা। [আল-মাজমু (১/৪০০) থেকে সংক্ষেপে ও সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

অগ্রগণ্য অভিমত: দ্বিতীয় অভিমতটি। অর্থাৎ গোসলের ক্ষেত্রে গড়গড়া কুলিকরা ও নাক পানি দিয়ে ওয়াজবি। এ দুটি পালন করা গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

আলমেদরে মধ্যে কটে কটে বলছেন: এ দুইটি পালন করা ছাড়া ওয়ুর ন্যায় গোসলও শুদ্ধ হবে না। কটে বলছেন: এ দুইটি ছাড়াই গোসল শুদ্ধ হবে। সঠিকি হচ্ছে— প্রথম অভিমত। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] এ বাণী গোটো দহকে অন্তর্ভুক্ত করে। নাকের ও মুখের অভ্যন্তরীণ অংশও দহেরে এমন অংশ যা পবিত্র করা ফরয। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ুর মধ্যে এ দুইটি পালন করার নির্দেশে দিয়েছেন। যহেতে আল্লাহর বাণী: “তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর” এর অধীনে এ দুইটিও অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এ দুইটি যদি মুখমণ্ডল ধোয়ার অধীনে পড়ে যায়; যে মুখমণ্ডল ধৌত করা ওয়ুর ক্ষেত্রে ফরয সুতরাং গোসলের ক্ষেত্রেও এ দুইটি মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হবে। কনেনা গোসলের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলের পবিত্রতা ওয়ুর চয়ে তাগদিপূর্ণ।[আল-শারহুল মুমতী থেকে সমাপ্ত]

পাঁচ:

যদি আপনিতীতে গোসলকালে গড়গড়া কুলিকরা কথিবা নাক পানি দিয়ে পালন না করে থাকেন না-জানার কারণে কথিবা যে আলমেগণ এ দুটোকে ওয়াজবি বলেন না তাদের অভিমতের উপর নির্ভর করার কারণে সক্ষেত্রেও আপনার গোসল সহি এবং এ গোসলের ভিত্তিতে আপনার আদায়কৃত নামাযও সহি; আপনাকে সে সকল নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যহেতে গড়গড়া কুলি ও নাক পানি দিয়ে সংক্রান্ত আলমেগণের মতভেদে অত্যন্ত শক্তিশালী যমেনটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহ সকলকে তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক আমল করার তাওফিক দনি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।